বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

রুপকল্প

ডিজিটাল ও টেকসই সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল, টেকসই, পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়ী সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পরিচিতি

সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ২০০৯ সনের পূর্বে এ অথরিটির ১৯টি সার্কেল অফিস চালু ছিল। ২০০৯ সন থেকে পর্যায়ক্রমে আরও ৩৮টি জেলা ও ৫টি মেট্রো এলাকায় সার্কেল অফিস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস চালু রয়েছে। ৫৭টি জেলা সার্কেলের মধ্যে ৭টি সংযুক্ত সার্কেল (২টি জেলা নিয়ে) রয়েছে। উক্ত ৭টি সংযুক্ত সার্কেলকে বিভক্ত করে আলাদাভাবে যথা- মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলায় নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান ৩টি মেট্রো সার্কেল অফিসের অতিরিক্ত আরো ২টি নতুন অফিস সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নবসৃষ্ট ময়মনসিংহ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে বর্তমানে ১৮টি ব্যাংক (ব্রাক, ইবিএল, ইউসিবিএল, সিটি, এনআরবি, এনআরবিসি, স্ট্রান্ডার্ড, এসবিএসি, এসআইবিএল, আল-আরাফা ইসলামী, শাহজালাল ইসলামী, ন্যাশনাল, মধুমতি, মিডল্যান্ড, এমটিবি, ডাচ-বাংলা, ওয়ান, মার্কেন্টাইল) এর ২৩৭টি শাখা/বুথের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া অন-লাইনে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট এর মাধ্যমেও অন-লাইনে কর ও ফি পরিশোধ করা যায়। মোটরযানের কর ও ফি আদায়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় মোটরযানের অনুমিত ও অগ্রিম আয়কর এবং ভ্যাট আদায় করা হয়। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণ সহজে মোটরযানের কর ও ফি পরিশোধ করতে পারছেন। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে রাজস্ব আদায়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

মোটরযান কর	রেজিস্ট্রেশন	ড্রাইভিং লাইসেন্স	নাম্বারপ্লেট	অন্যান্য	মোট
৫২১.৪৮	৫৪০.০৯	৯১.৩৩	১২২.১৯	১৯০.১	১৪৬৫.১৯

স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

পূর্বে ব্যবহৃত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরিবর্তে বর্তমানে অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ (Contact and contactless) স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। ফলে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫,৪৯,৫৭৮টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণের সংখ্যা ৩,৭৭,৮০২টি।

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স এর বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ

মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার উদ্দেশ্যে গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৩,৩৭,৬৮২ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগের সংখ্যা ৩,৯৭,০৫৫ সেট। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ঢাকা শহরে চলমান মোটরযানের গতিবিধি জানা সম্ভব হচ্ছে।

মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

৩০ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯,৬২,৪০৯টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫,৬৭,২০৬টি গ্রাহকদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৪,৭৭,২০৫টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরী করা হয়েছে এবং ৩,১২,৫৯২টি গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর জন্য বায়োমেট্রিক্স প্রদানে এবং সার্টিফিকেট তৈরী হলে তা সংগ্রহের জন্য গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

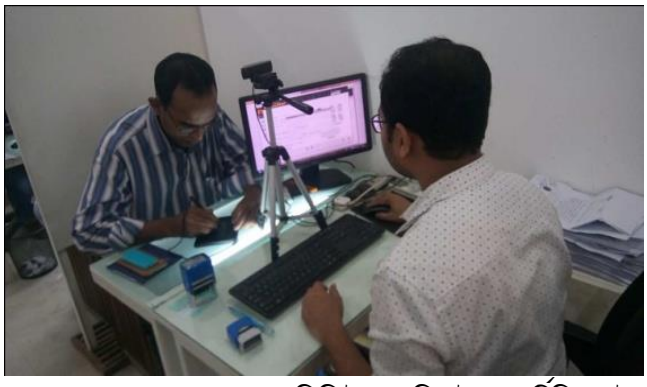

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

ডাটা সেন্টার স্থাপন

KOICA এর সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায়, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে। ওয়েব পোর্টালটিতে বর্তমানে পাইলটিং এর কাজ চলছে। শীঘ্রই অনলাইন সেবা কার্যক্রম শুরু হবে।

মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ও ফিটনেস

ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে চারটি বিভাগীয় শহরে ৫টি (ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হয়। বৈদেশিক সহায়তায় মিরপুরস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং গত ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে উক্ত ভিআইসিটিতে বানিজ্যিক মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পরিবহন সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা বজায় রাখা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ৩৭,২৪২টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৪,৭২,৫৯,৩০৭ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৮৪৩ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান ও ৮৬৬টি গাড়ী ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

বাস, ট্রাক ও কভার্ড ভ্যান এর এ্যাঙ্গেল ও অননুমোদিত বাম্পার এবং ট্রাকের বডিতে লাগানো চোখালো-ধারালো হক অপসারণ

মোটরযানের বডিতে যে কোন ধরনের এ্যাঙ্গেল, বাম্পার বা ধারালো হক সংযোজন করা মোটরযান আইনের পরিপন্থি। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ বাস, ট্রাক ও কভার্ড ভ্যান এর বডিতে এ্যাঙ্গেল ও বাম্পার বা ধারালো হক সংযোজন করে চলাচল করতে দেখা যায়। মোটরযানে সংযোজিত এসব অননুমোদিত এ্যাঙ্গেল, বাম্পার বা ধারালো হক চালকদের বেপরোয়াভাবে মোটরযান চলাচলে উৎসাহিত করে। ফলে অনেকক্ষেত্রে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভায় ৩০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে সকল পণ্যবাহী যানবাহনের বাম্পার, এ্যাঙ্গেল ও হুক ইত্যাদি খুলে নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে উক্ত সময়সীমার মধ্যে সকল পণ্যবাহী মোটরযান হতে উক্ত বাম্পার, এ্যাঙ্গেল ও হুক ইত্যাদি অপসারিত না হওয়ায় উক্ত সময়সীমা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্তের পর বিআরটিএ'র পক্ষ হতে সারা দেশে এ্যাঙ্গেল, অননুমোদিত বাম্পার, ট্রাকের বডিতে সংযুক্ত চোখালো-ধারালো হুক এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, অননুমোদিত বাম্পার, এ্যাঙ্গেল, চোখালা-ধারালো হুক সংযুক্ত মোটরযানের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইডি হাইওয়ে, রেঞ্জ ডিআইজি, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

Grievance Redress System

বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে হেল্প ডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে কুয়েরি এন্ড কমপ্লেইন্ট লিঙ্ক খোলা হয়েছে। পাশাপাশি বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ ওপেন করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সমস্যা যথাযথ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও নিরসন করা হচ্ছে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে আকস্মিকভাবে বিআরটিএ'র বিভিন্ন সার্কেল অফিসের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ শুনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বর্ণিত মাধ্যমসমূহে প্রাপ্ত ৫৯৬টি এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৯টি অভিযোগের সবকয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিভিন্ন জেলায় বিআরটিএ কমপ্লেক্স নির্মাণ

দক্ষ ড্রাইভার তৈরী এবং পেশাদার চালকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা জেলায় বিআরটিএ কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কমপ্লেক্সে ভেহিকেল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) ও ড্রাইভিং ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৩.০০ একর জমি বিআরটিএ'র অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং রাঙ্গামাটি জেলায় ৪.৫০ একর জমি বিআরটিএ'র অনুকূলে অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি বরাবর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিআরটিএ কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

সেতু ভবন সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খালি জায়গায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি বেজমেন্টসহ ১৫ তলা বিশিষ্ট বিআরটিএর সদর কার্যালয় ভবন নির্মার্ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত উক্ত ভবনের ৩টি বেজমেন্টসহ ১২টি ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিল্ডিং তৈরীর পাশাপাশি ভবন সংক্রান্ত অন্যান্য প্যাকেজের কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ নির্ধারিত আছে।

নির্মাণাধীন বিআরটিএ ভবন

নিরাপদ সড়ক

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে বিআরটিএ নিয়মিতভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত আলোচনা সভা/সেমিনার/র‍্যালী/সমাবেশ এর আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া গত ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সার্কেল অফিসের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সমন্বয়ে গণসচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৫২,৬৭০ জন পেশাজীবী গাড়ী চালককে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২২ অক্টোবরকে নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত দিবসটি দেশব্যাপী পালনের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ২৬৮৮ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২০৭৮ জন আহত এবং ২৬৫২ জন নিহত হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক গণসচেতনাতমূলক র‍্যালি

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন

রেজিস্ট্রিকৃত মোটরযান এবং ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিএ যথাযথ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১১০টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ১৬৭ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৭টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন এবং ২৪ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিআরটিএ'র জনবল ৮২৩। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মরত জনবল ৫৮০। শূন্য ২৪৩টি পদের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৩৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট জনবল নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।